আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫

'Promoting Mountain Products'

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৭ অগ্রহায়ন ১৪২২
১১ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তৃতীয় বারের মতো জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবনযাপন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বৈচিত্র্যময়। এ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমাদের মূল্যবান সম্পদ এবং তা লালন ও সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব। দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকার মানুসের জীবনাচার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে খাপ খাইয়ে জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বে পাহাড়ী এলাকায় উৎপাদিত উচ্চগুণগত মানসম্পন্ন পণ্য যেমন কফি, কোকো, মধু, ভেষজ, মসলা বা হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Promoting Mountain Products' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমাদের পার্বত্য এলাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এ সমস্ত সম্পদের টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পার্বত্য এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশেরও অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি মনে করি আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। পার্বত্য এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনমান উন্নয়নসহ পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হোক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৫' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

টেকসই মেলবন্ধনঃ পাহাড় ও মানুষ

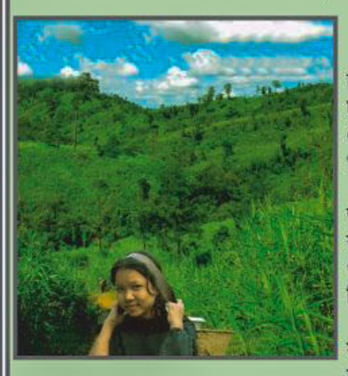

মো. সামসুজ্জামান

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থল । এই এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (২৭%) জায়গা দখল করে নিয়েছে পর্বতমালা যার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২%) মানুষ, এ সত্যটি প্রথম বারের মত জ্ঞান ভাণ্ডারে যুক্ত হবে- এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম হবে না বোধ করি। এত বিশাল এলাকা জুড়ে যে পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্বতের গুরুত্ব মানুষের জীবনে অসীম।

আমরা সমতল পৃষ্ঠেই থাকি বা উঁচুভূমিতেই থাকি, পর্বতের সাথে সংযুক্ত থাকি । মানুষের জীবনে পর্বতের প্রভাব আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। পর্বত আমাদের সুপেয় পানি সরবরাহ করে, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের এবং পৃথিবীর প্রায় এক-দশমাংশ মানুষের আবাসস্থলও এই পার্বত্য এলাকা । তারপরও জলবায়ু পরিবর্তন, খনিতে বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য ইত্যকার কারণে পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে ব্যহত হচ্ছে পর্বতের স্বাভাবিক জীবন ।

পার্বত্য জীবনে কল্যাণমুখী পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষের জীবনে পর্বতের গুরুত্ব ততটা সচেতনতায় উপলব্ধ নয়। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন জীবনে পর্বতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলতে পারে।

পর্বত দিবস পালনের সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে । যতদূর জানা যায় ১৮৩৮ সাল থেকে পর্বত দিবস পালিত হয়ে আসছে । যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট হোলিওক কলেজের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে হোলিওক পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করে ১৮৩৮ সালের কোন এক দিন । এর পরে স্মিথ কলেজ ১৮৭৭ সালে তাদের কলেজে পর্বত দিবস ঘোষণা করে। জুনিয়েতা কলেজ তাদের পর্বত দিবসের ঘোষণা দেয় ১৮৯৬ সালে। এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্বত দিবস পালনের সংস্কৃতি চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে । এর পরে সময়ের ব্যপ্তপরিসরে জনজীবনে পর্বতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রতি বছর ১১ ডিসেম্বর দিবসটিকে 'আর্ন্তজাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং তখন থেকেই বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হয়ে আসলেও আমাদের দেশে তৃতীয়বারের মত দিবসটি সরকারীভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

এ বছরের আর্ন্তজাতিক পর্বত দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Promoting Mountain Products' । এবারে দিবসটি পালনে মুলত: পার্বত্য এলাকাবাসীর দারিদ্র্য দুরীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পর্বতের গুরুত্বের ওপরে ফোকাস করা হবে। পার্বত্য এলাকার গাছপালা এবং পশুপাখির সাথে প্রাণহীন পারিপার্শ্বিকতার অবক্ষয় না ঘটিয়ে পর্বত এবং সমতলের মানুষের জীবনে নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশ্বের ২৭ শতাংশ মৃত্তিকা পর্বতাবৃত্ত, ২২ শতাংশ মানুষ পর্বতের দ্বারা সরাসরি উপকৃত। পর্বতমালা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সুপেয় পানীয় জলের উৎস এবং বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠির প্রয়োজনে অবদান রাখছে নানাভাবে। পর্বত ও পর্বতমালার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিচিত্রমুখী পরিবেশ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানব সম্প্রদায়ের বিচরণ ক্ষেত্র । বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে অত্যন্ত বিশুষ্ক অঞ্চল ও মরু এলাকা এবং নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল ও বরফ আবৃত মেরু অঞ্চলের প্রাণী-সকলের ক্ষেত্রেই পর্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ প্রাণী বৈচিত্র্যের সহায়ক। বিশ্বের অর্ধেক জীব-বৈচিত্র্য পর্বতকে ঘিরেই বিভিন্নভাবে আবর্তিত। প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ, উভচর প্রাণী এবং পক্ষীকুলের আবাস হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল।

আমাদের অনেকের কাছেই নতুন সংবাদ মনে হতে পারে যে সারা বিশ্বের ৮০ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ করছে কুড়িটি উদ্ভিদ প্রজাতি। এর মধ্যে ছয়টির জন্মস্থান ছিল পার্বত্য অঞ্চলে যেমন ভুট্টা, আলু, বার্লি, জোয়ার, টমেটো ও আপেল। এখনকার স্তন্যপায়ী প্রজাতির অনেকগুলোর আদি নিবাস ছিল পার্বত্য এলাকায়। যেমন ভেড়া, ছাগল, চমরিগাই, লামা, আলপাকা ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পার্বত্য অঞ্চলের বংশানুক্রমিক বহুমুখিতা, সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা ও পরিবেশগত বিচিত্রমুখিতা সমতল এলাকার চেয়ে বেশি। তবে এটি সত্য যে, পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশ পরিস্থিতি ভূমিকম্প, দাবানল, জলবায়ু পরিবর্তন, চাষাবাদজণিত নিবিড়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদি দ্বারা ক্রমবর্দ্ধিষ্ণুভাবে উপদ্রুত। এসবের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের প্রাণীবৈচিত্র্য, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এবং জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালী বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় ক্রমক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর জীব-বৈচিত্র্য টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে এবং পূর্বাবস্থায় পার্বত্যাঞ্চলের পরিবেশ বৈচিত্র্যের পুনর্বাসন কঠিন হয়ে উঠছে। এরূপ বৈরী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য পার্বত্য জীব-বৈচিত্র্যের সমস্যাসমূহের সমাধানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে "Convention on Biological Diversity" (CBD) এর সদস্যগণ ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, এই সংরক্ষণের প্রয়োজনে কিছু সেবা প্রদান, দারিদ্র অবলোকন এবং সহশ্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখা। CBD কর্মসূচিসমূহ এ বিশ্বাসে ক্রমশ: দৃঢ় করা হচ্ছে যে অসাম্য, দারিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দুরবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় রোধ, পরিবেশ সুরক্ষা, জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পার্বত্যাঞ্চলের কল্যাণে সহায়ক হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার এবং পার্বত্যাঞ্চলের মানব বসতি সুরক্ষার অর্থ, পার্বত্য সম্পদের সুচারু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য এলাকায় জীব-বৈচিত্র্যের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও যুক্ত করাই আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের লক্ষ্য । ২০০২ সালের ১১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ঘোষণার সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ উদ্ভাবন করে এবং আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় তা ব্যবহার্য করে তোলে ।

২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক পার্বত্যাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্যকে মমতার সংগে সংরক্ষণ করব এবং পার্বত্যবাসীর জীবন-যাপনের কল্যাণে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সকলে যত্নবান হব।

লেখক: অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ অগ্রহায়ন ১৪২২
১১ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

"Promoting Mountain Products"- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫ উদ্‌যাপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল পার্বত্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মানুষের জীবনে পাহাড় ও পর্বতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জীবনের সাথে এই পর্বত শ্রেণী ও পার্বত্য অঞ্চলের মেলবন্ধন তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস একটি অন্যতম উপলক্ষ। আমি আশা করি, এই অংশীদারিত্ব পৃথিবীর সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

পৃথিবীর প্রায় এক দশমাংশ মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করেন। পর্বতমালা বিশ্বকে তার প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক স্বাদু পানি সরবরাহ করে, বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারণ করে। আমি আশা করি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ুর পরিবর্তন, দারিদ্র্য ও খাদ্যের অপ্রতুলতাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে।

আমরা পার্বত্যবাসীর জীবন-মানের উন্নয়নে বনায়ন, জীব-বৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ প্রতিটি সেক্টরে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৫ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত নানা কর্মসুচি এ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব জনসম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ অগ্রহায়ন ১৪২২
১১ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের সকল শান্তিকামী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশে দিবসটি তৃতীয়বারের মতো পালনের মাধ্যমে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণ সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যতা, ভেষজ দ্রব্যাদির পর্যাপ্ততা এই অঞ্চলকে বহু মাত্রিকতায় সমৃদ্ধ করেছে। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনধারার ভিন্নতার ফলে পার্বত্যবাসীকে প্রকৃতির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সর্বদা খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করতে হয়।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসকে সামনে রেখে পার্বত্যবাসী তাদের জীবনধারার কল্যাণমুখী পরিবর্তনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। সাথে সাথে সচেতনতার ফলে টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী সংঘাতের অবসান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত সাত বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ তথা অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যা এবারের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-এর প্রতিপাদ্য Promoting Mountain Products-এর সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পার্বত্যবাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পাহাড়ের সঠিক ব্যবহার এবং এখানে বসবাসরত মানুষের জীবনধারা অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয় না ঘটিয়ে সকল মানুষের সুষম জীবন বিকাশে এ দিবসটি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৫ সফল হোক-এ প্রত্যাশাই করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

Food and Agriculture Organization of the United Nations

11 December 2015

Message

December 11, "International Mountain Day", was designated by the United Nations General Assembly in 2003 to be observed every year with a different theme relevant to sustainable mountain development. The theme for International Mountain Day 2015 is 'Promoting Mountain Products for Better Livelihoods'. Today, we can take this opportunity in highlighting the importance of marketing high-valued mountain products both in Bangladesh, and across the globe.

Mountain areas of Bangladesh, with their unique bio-diversity, have been farmed by traditional methods for several centuries now. But the mountainous regions have lagged behind in development. The term 'Mountain product' can help producers in channeling a new perspective on the 'specificity' of mountain products to a broader base of consumers, and ultimately increase demand. A focus on premium quality- rather than mass production- can create a nice market for mountain products, with financial benefits to the local economy. In the case of the Chittagong Hill Tracts, food processing and value addition can further stimulate demand for high value mountain products, including local fruits, preserves, pickles, etc- as well as and handicrafts. Sustainably managed, these types of production- supported by tourism in hilly regions- can open new window of livelihood for indigenous peoples of Bangladesh without affecting the distinctive nature of the region. Indeed, the Government of Bangladesh, by marking 2016 as the Year of Tourism, has placed great importance on promoting travel related activities across mountain areas. Tourists can be both the market for mountain products, and act to promote the quality of mountain products on their return home; this promises to be a dynamic time for small and medium sized enterprises in CHT.

FAO and the Government of Bangladesh can work together to promote 'Mountain Products' by implementing policies, and making investments to support better livelihoods. One important key is to have a good understanding of market needs, its potential, and the constraints it faces, in order to provide adequate support. I wish the celebration of this year's "International Mountain Day" 2015 in Bangladesh every success; and continued assistance from all the stakeholders.

Mike Robson
FAO Representative in Bangladesh

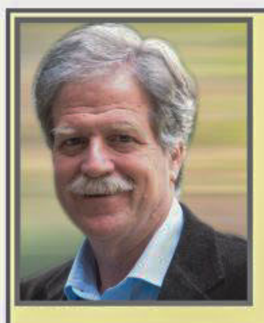

ICIMOD
FOR MOUNTAINS AND PEOPLE

11 December 2015

Message

I am very pleased to know that the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs is organizing the International Mountain Day 2015. This year's theme 'Promoting Mountain Products for Better Livelihoods' is very important for the mountains of the Hindu Kush Himalayas and the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

Some of the popular high value mountain products found in the CHT include jhum products like foxtail millet, black and brown sticky rice, colocacia, cucurbits, chili, upland brinjal, cotton, beans and other legumes; fruits like banana, jackfruit, orange, guava, and jujube; handicrafts that include hand-weaved products; bamboo and cane products; woodcrafts; processed food products; and other products like cashew nut, coffee, and mushroom.

These products not only support the livelihoods of the farmers, but also contribute to the national economy. Therefore, how we manage the region's agricultural biodiversity will have a directly bearing on the wide range of high vale mountain products that our farmers cultivate today.

On the occasion of International Mountain Day, ICIMOD reiterates its commitment to promote mountain products for improving lives and livelihoods of mountain people. I would like to take this opportunity to thank our partners in Bangladesh, particularly the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs, in celebrating this important international event.

David Molden
Director General

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ অগ্রহায়ন ১৪২২
১১ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের এক চতুর্থাংশ পর্বতময় যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১২% বসবাস করে। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুপেয় জলের ৫০% এর উৎস পর্বত অঞ্চলে। জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূমিধস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির অপ্রতুলতা, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে পিছিয়ে পড়া পার্বত্য বাসীর জীবনধারা এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০২ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। চলতি বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Promoting Mountain Products'. পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যাদির গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও বিপণনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী গৃহীত নানা উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশও যুক্ত হয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত রূপরেখা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে তৃতীয়বারের মত আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। পার্বত্য বাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে দিবসটির উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP), বাংলাদেশ এ্যাডভেনচার ক্লাব, সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (ICIMOD), BRAC, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ যে সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সহায়তা দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫ সফল হোক এই কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি